[redacted]

[redacted]

“[redacted]”

[redacted]

জেলা বিএনপি’র নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, হত্যা, রক্ত ঝরানো ও গনগ্রেফতার সকল ফ্যাসিবাদী শাসনের বৈশিষ্ঠ।

তারা ফ্যাসিস্ট এ সরকারের পতন চাই। তিনি বলেন, এই নির্বাচন কমিশন তাদের আজ্ঞাবহ। এই কমিশনের অধীনে কোন নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে তত্ত¡◌াবোধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। এ লড়াই চরম লড়াই এর মাধ্যমে সরকারের পতন হবেই। রাজপথই আমাদের ফয়সালার জায়গা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দলের জেলা সাধারন সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুজ্জামান পপ্পুসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে জাফরপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৪র্থ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৪র্থ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াং ষ্টার ক্লাব বনাম জাফরপুর একাদশ।

খেলায় তারিনী পুর ইয়াং ষ্টার ক্লাব কে ৩-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জাফরপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় জাফরপুর একাদশের ০৯ নং জার্সি পরিহিত শাকিল কে। প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি

শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন,আবু বকর সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম,মালেক ভুঁইয়া,আশা মেম্বার, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, ক্রীয়া সম্পাদক রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন। খেলাটি স্পন্সর করেন স্টুডেন্ট কর্নার।

আগামী ১৯/১০/২২ ইং বুধবার সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে, যে শক্তিশালী দল দুটি অংশ গ্রহণ করিবে রঘুনাথপুর একাদশ বনাম জাফর পুর একাদশ।

মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস, সব করেন গ্রাস

মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ভুয়া বিল ভাউচারসহ অফিসের অধিক মূল্যে কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অফিসের অন্যান্য স্টাফদের ভয়ভীতি দেখিয়ে দিনের পর দিন অনিয়ম আর দুর্নীতি করে যাচ্ছেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা।

প্রভাস চন্দ্র বালা দিনের পর দিন শুধূ অনিয়ম ও দুনীতিই নয়, নিজেকে জেলা কর্মকর্তা পরিচয়ের চেয়ে দলীয় পরিচয় দিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে থাকেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রভাস চন্দ্র বালা মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। জেলা কর্মকর্তার দায়িত্ব নেবার পর থেকেই সমবায় সমিতি অনুমোদনে উৎকোচ গ্রহণ, কম্পিউটার না কিনেই ভূঁয়া বিল ভাউচার করে অর্থ আত্মসাৎ, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার মেরামত না করে ভূঁয়া বিল ভাউচার, প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা না দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্নসাতের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

অফিস সূত্র জানিয়েছে, ২০২১-২০২২ অর্র্থ বছরে কম্পিউটারের টোনার ক্রয় বাবদ ২৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার মেরামত বাবদ ৪০ হাজার টাকা, আবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৬০ হাজার, আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ৩৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার ক্রয় বাবাদ ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা, মনোহরি বাবদ ১ লাখ ৬০ হাজার, ইন্টারনেট বিল বাবদ ৩৫ হাজার টাকা, উদ্ভাবনী বাবদ ৪২ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা, অন্যান্য মেরামত বাবদ ১৫ হাজার টাকাসহ মোট ৯ লাখ ৭২ হাজার টাকার বিল ভাউচার দাখিল করেছেন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে সে ইন্টারনেট বিল বাবদ ১৫ হাজার টাকা, কম্পিউটারের টোনার বাবদ ২০ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ৪৫ হাজার টাকা, অন্যান্য মনোহরি বাবদ ১৫ হাজার টাকা, আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ১৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার মেরামত বাবাদ ১৫ হাজার টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৫ হাজার টাকা, অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৫০ হাজার টাকা ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৫ হাজার টাকা বীল ভাউচার করে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে ৩ টি মডেম না কিনেও বীল ভাউছার করা েহেছ। কর্মকর্তা কর্মচারীদের টেবিলের গ্লাস ৩ বার কেনার ভূঁয়া বীল ভাউচার, নিম্নমানের একটা কোর আই থ্রী ডেক্সটপ, ১ টা ল্যাপটপ কিনে দাম দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। অথচ, সেখানে কেনা হয়েছে মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা মুল্যের দুটি নিম্ন মানের কম্পিউটার। উদ্ভাবনী বিষয়ে কোনো কিছু না করেই পকেটস্থ করা হয়েছে ৪২ হাজার টাকা।

ক্ষুদ্র সমবায়ীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলেও দুই

দিনের যায়গায় মাত্র একদিনের খাবার দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতি ৫ শ টাকা করে খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে দেওয়া হয়েছে ২০০ টাকা মূল্যের নিম্নমানের খাবার। অন্যান্য মনোহরি খাতের পুরো অর্থই আত্মসাৎ করেছে বলে জানিয়েছেন অফিসের একটি সূত্র। ওই সূত্রটি জানান, ৬০ হাজার টাকা মূল্যের নিম্নমানের আসবাবপত্র ক্রয় দেখিয়ে আবার সেই আসবাবপত্র একই বছরে মেরামত বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। অফিসের সামনে একটি বাগান রয়েছে বাঁশের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ওই ফুলবাগানে কয়েকটি কুকুরশোঁকা ও পাতাবাহার ফুল গাছ আছে। সেই বাগানের পরিচর্যা বাবদ মোটা অংকের ব্যায় দেখানো হয়েছে।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালার কাছে অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি প্রশ্নের জবাবে বলেন, কি কি বিষয়ে জানতে চান আমার কাছে দিয়ে যান আমি দেখে তারপর জবাবগুলো দেবো।

বদলী এবং শাস্তির ভয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে অফিসের একাধিক স্টাফ জানান, স্যার এখানে যোগদানের পর থেকে অফিসটাকে দুর্নীতী ও অনিয়মের আখড়া বানিয়ে ফেলেছেন। তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে তিনি খোঁজ নেন এই কর্মকর্তা বা কর্মচারী আগে কোন রাজনীতি করতেন এবং এখন কোন রাজনীতি করেন। তার কথার বাইরে কোনো কিছু বলতে গেলেই তাকে জামায়াত বিএনপি বানিয়ে মানুষিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এছাড়া নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়।

সূত্র মতে জানা গেছে, অফিসের আসবাবপত্র একবার ক্রয় করে সেই আসবাবপত্র তিনবার ক্রয় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে ভাতা দেওয়া হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষনার্থীদের খাবার দেওয়া হয়েছে অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে তিনি বলেছেন এই অভিযোগ সঠিক নয়। আমি অফিসে রান্না করে তাদের খাইয়েছি। প্রশিক্ষণার্থীদের খাবারের জন্য ৫০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সেখানে দেড় থেকে ২০০ টাকার খাবার দেওয়া হয়েছে। খাবারের বাকী টাকা প্রভাস চন্দ্র বালা পকেটস্থ করেছেন।

প্রভাস চন্দ্র বালা শুধু দুর্নীতিতেই পটু নয়, তার বিরুদ্ধে রয়েছে অনিয়মের পাহাড়। সমবায়ীদের ২৫ জন সদস্যের ৫ দিনের আইজিএ এর আওতায় ৩ টি প্রশিক্ষণ হলেও বাদ দেওয়া হয়েছে গাংনী উপজেলাকে। প্রশিক্ষণগুলোতে কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়কারী ও বক্তা এই তিন ব্যক্তি আলাদা আলাদা হওয়ার কথা থাকলেও জেলা সমবায় আফিসার নিজেই অনিয়ম করে দায়ীত্ব পালন করেন এবং তিন বিষয়ের সম্মানিভাতা একাই গ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরুস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী জেলা সমবায় কার্যালয়ে কর্মচারীদের মধ্যে ২ জন ও জেলাধীন উপজেলা সমবায় উপজেলা সমবায় অফিসারদের মধ্যে থেকে একজনকে জাতীয় শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের বিধান থাকলেও তিনি এই বিধান অমান্য করেন। তিনি তিনজনের পরিবর্তে দুজনকে এই পুরুস্কার প্রদান করেন। জেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান ও অফিস সহায়ক শাহিন আহমেদকে এই পুরুস্কারে ভূষিত করেন। কোনো কর্মচারীর নুন্যতম ৮০ নং না পেলে এই পুরুস্কারের জন্য বিবেচিত হবেনা না। ৮০ নং না পাওয়ার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তিন উপজেলার অফিসারদের এই পুরুস্কার থেকে বঞ্চিত করেছেন তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি বলেন, জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালা সমবায় সমিতি অনুমোদন নিতে কমপক্ষে ৫হাজার হতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেন। যার কাছে যেমন পান তেমন টাকা নেন। অর্থাৎ টাকা ছাড়া সেবা মেলেনা এ অফিসে।

গাংনীর কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি কামাল হোসেন জানান, জেলা সমবায় কর্মকর্তার দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট। আমাদের মাঝে মাঝে অফিসে প্রশিক্ষণের নামে ডাকে। সেখানে গেলে আমাদের কাছ থেকে ১শ, ২শ টাকা নিয়ে আমাদের নাস্তা দেই। অফিসে কি আমাদের জন্য নাস্তাও থাকেনা। প্রশ্ন করেন তিনি।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এঁর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২২ উপলক্ষে সংগঠনটির আবেদন অনুযায়ী গাংনী উপজেলা কর্মকর্তা জেলা কর্মকর্তাকে আবেদনটি ফরোয়ার্ড করেন। জেলা কর্মকর্তা উপজেলা কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি অনুমোদন করে চিঠি পাঠান। অথচ, ফেমাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: নামের একটি সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন ২০২২ উপলক্ষে সমবায় অফিসের কারোর নাম উল্লেখ না করে ওই সংগঠনের তিন সদস্যের তালিকা দিয়ে আবেদন করেন। সদর উপজেলা কর্মকর্তা সেটি যাচাই বাছাই না করেই ফরোয়াডিং করেন জেলা কার্যালয়ে। জেলা অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা সেই কমিটি অনুমোদন করেন। উল্লেখ্য, ফেমাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিটি শিবির পরিচালিত একটি সংগঠণ। এতদ্বসত্তেও এই নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কর্মকর্তাকে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে পাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

দুর্নীতি এবং অনিয়ম প্রসঙ্গে জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালা তেমন কোনো সদ্দুত্তর দিতে পারেননি। কিছু অনিয়ম হতে পারে বলে তিনি স্বীকার করেন। ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষতিয়ে দেখবেন বলে সময় চান। তার কথাতে কিভাবে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করা যায় সে বিষয়টিই ফুটে ওঠে।

এ ব্যাপারে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের যুগ্ম নিবন্ধক মিজানুর রহমান বলেন, এসব তথ্য আমার জানা ছিলনা। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য পেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর গ্রেফতার ৩

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। তবে এখনও পলাতক রয়েছে প্রধান পরিকল্পনাকারী ও ইন্ধনদাতা শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস। তার ইন্ধনে গ্রেফতারকৃতরা কালীমূর্তি ভাংচুর করা হয় বলে পুলিশী তদন্তে উঠে এসেছে।

রোববার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান গনমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ৬ অক্টোবর রাতে শৈলকুপা উপজেলার ডাউটিয়া গ্রামে শতবছরের পুরোনো কালীমন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন মন্দির কমিটির সভাপতি সুকুমার মন্ডল বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট গত ১২ অক্টোবর শৈলকুপার উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কুশাবাড়ীয়া গ্রাম থেকে এস এম আরব আলীর ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান হিরোকে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক চাচাতো ভাই একই গ্রামের আমজাদ

হোসেনের ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদ ও পাঞ্জাবী আলী খানের ছেলে তুষারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জেলা পুলিশেরে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ৬ অক্টোবর শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস ও জিনারুল গড়াই নদীতে নৌকায় ১৫/১৬ জন যুবতী মেয়ে নিয়ে অশ্লীল নাচ ও জুয়া খেলার আয়োজন করে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, সাউন্ডবক্সসহ ২ টি ট্রলার জব্দ করে।

এ ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হয় শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস। পুলিশকে বিতর্কিত ও শায়েস্তা করতে কালীমূর্তি ভাংচুরের পরিকল্পনা করে সে। যা বাস্তবায়ন করে গ্রেফতারকৃত ৩ জন। তবে এখনও পলাতক রয়েছে প্রধান পরিকল্পনাকারী দিনার বিশ্বাস।

চুয়াডাঙ্গা বেগমপুরের আব্বাস মেম্বরের বিরুদ্ধে কৌশলে সাদাস্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে কৌশলে একজনের নিকট থেকে সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেবার অভিযোগ উঠেছে।

সে স্ট্যাম্প দিয়ে নিজের খেয়াল খুশিমত লেখা লেখি করে ভুক্তোভোগি দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলীর নিকট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন আদালতে। হয়রানিমূলোক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবি তুলে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক

সন্মেলন করেছেন রেমিটেন্স যোদ্ধা ইউনুচ আলী।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের চিলমারি পাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে দুবাই প্রবাসি ইউনুচ আলী সাংবাদিক সন্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, দুবাই থেকে ৪ বছর আগে ছুটিতে বাড়িতে আসলে একই পাড়ার মৃত আবু ব্যাপারীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলীর শ্যালক দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ার মৃত নূরবক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছুটে শেষকরে আমি দুবাইতে চলে যায়।

আমি প্রবাসে যাবার পর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নানাভাবে আমার সাথে বন্ধুত্বের অধিকারের দাবি নিয়ে বিদেশ নিয়ে যাবার কথা বলে। সেই কথার সাথে একত্বতা প্রকাশ করেন আব্বাস আলী। তিনিও আমাকে তার শ্যালককে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি দুবাইতে থাকা অবস্থায় সরল মনে তার এই আবদারটি রক্ষার্থে বাংলাদেশ-ঢাকাস্থ মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সির নাম ও ঠিকানা প্রদান করি। এরপর বিগত ২০/০২/২০২০ ইং তারিখে বৈধ ভিসায় ঐ এজেন্সীর মাধ্যমে সকল প্রকার নিয়ম কানুন মেনে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল সৌদি আরবে আসে এবং একটি ভালো কোম্পানীতে ভিসায় উল্লেখিত কাজে যোগদান করে। এরপর কয়েক মাস পর সে লোভে পড়ে ঐ কোম্পানী ছেড়ে নিজ ইচ্ছায় আমাকে কিছু না জানিয়ে অন্য একটি কোম্পানীতে কাজে যোগদান করে।

বর্তমানে সে সৌদি আরবের ওই কোম্পানীতেই কর্মরত আছে। পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্বের সুবাদে তার দুলাভাই আব্বাস আলী ও বোন দু’জনে মিলে আমার নিকট থেকে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চলের মেয়ের বিবাহের জন্য ৭০ হাজার টাকা ধার হিসেবে গ্রহণ করে। আমি দুবাই থাকা অবস্থায় টাকা ধার দেওয়াটাই আমার অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। চঞ্চলের বিদেশে যাবার সকল দ্বায়ভার বা বিষয়গুলো সুচতুর, চালাক ও প্রতারক আব্বাস আলী আমার উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। সৌদি আরবে পৌছে চঞ্চল লোভে পড়ে ভিসা চুক্তির বাহিরে অবস্থান নেয়।

আমি দুবাইয়ে থাকা অবস্থায় ভিসা অনুযায়ি চলার অনুরোধ করলেও সে আমার কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত করে না। বরং আমার বিরুদ্ধে নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কিছুদিন আগে ছুটি পেয়ে আমি নিজ বাড়িতে আসি। বাড়িতে এসে আমার কাছ থেকে ধার নেয়া সেই ৭০ হাজার টাকা আব্বাস আলীর নিকট থেকে ফেরত চাই। ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে নানাভাবে হুমকি,

ধামকি প্রদান সহ আমার খুন জখমের ভয়ভীতি দেখায়। এতে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। মানুষের উপকার করলে যে এমন পরিণতি হয় তাহা আমি এখান থেকে শিখতে পারলাম।

এসকল বিষয় নিয়ে চালাক আব্বাস আলী কৌশলে নিজ শ্বাশুড়িকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দর্শনা থানায় দায়ের করেন। আমি স্বাক্ষিসহ থানায় হাজির হয়। সেখানে আব্বাস আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল যে ভিসায় সৌদি আরবে গিয়েছে সে ভিসা নাকি অবৈধ। আমি সালিস বৈঠকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি এবং ভিসার বৈধ কাগজপত্র হাজির করার জন্য সময় চেয়ে নিই।

গত ৫/৬ দিন আগে মেসার্স জিমস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ০৬২৮) এজেন্সি অফিস থেকে চঞ্চলের সৌদিতে যাওয়ার বৈধ সকল কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলে জানতে পারি আব্বাস আলী মেম্বর আমার স্বাক্ষর জাল করে ৩টি সাদা স্ট্যাম্পে তার ইচ্ছামত লেখালেখি করে আমার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি মিথ্যা, হয়রানি মামলা দায়ের করেছেন। যে মামলায় সকল স্বাক্ষীই আব্বাস মেম্বার পক্ষের লোকজনের এবং তিনিই ১নং স্বাক্ষী। এখানে গ্রামের মুরুব্বী ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বা সঠিক ঘটনা জানা লোকজনের কোন স্বাক্ষী হিসেবে নেওয়া হয় নাই। অত্র মামলায় বর্তমানে আমি আদালতে থেকে জামিনে মুক্তি আছি।

আমি আপনাদের মাধ্যমে মিথ্যাবাদি, প্রতারক আলোচিত আব্বাস আলী মেম্বারের মুখোশ উন্মোচনের জোর দাবি জানাচ্ছি। যাতে করে আমার মত আর কাউকে মিথ্যা মামলায় দায়ের করে ফাঁসানো বা হয়রানি শিকার করতে না পারে। সেই সাথে ঘৃণীত কাজকে ধিক্কারসহ আব্বাস আলীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

দামুড়হুদার দলিয়ারপুর ও ভগিরথপুর পুলিশ ক্যাম্প

পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

দামুড়হুদা থানাধীন দলিয়ারপুর ও ভগিরথপুর পুলিশ ক্যাম্প আকস্মিক পরিদর্শন করেন, পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দলিয়ার পুর ও ভগিরথপুর ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনকালে তিনি কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের খাবার, আবাসন, লজিস্টিকস, ছুটিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে খোঁজ নেন এবং ক্যাম্প ইনচার্জ, সহকারি ইনচার্জ ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

নিয়মিত ভাবে পুলিশী টহল, মাদক উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল এবং ক্যাম্প এলাকায় চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি, জনবান্ধন পুলিশী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কার্যকরী ভুমিকা পালন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ভেসে উঠলো লামিয়ার মরদেহ

বাড়ির পাশে পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতা বসত পুকুরের পানিতে পড়ে লামিয়া খাতুন (৫) নামের এক শিশু মারা গেছে।
নিহত লামিয়া খাতুন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হিন্দুপাড়া এলাকার লিখন মিয়ার মেয়ে।

আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে আলাই মীরের পুকুরে ডুবে মারা যায় লামিয়া খাতুন।

লামিয়ার বাবা লিখন মিয়া জানান, খেলতে খেলতে আমাদের অজান্তে বাড়ির বাইরে চলে গেছে। কখন সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তার মরদেহ ভাসতে দেখে আমাদের খবর দেন। শিশু লামিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পারিবারিকভাবে দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকনের নামে গাংনী থানা, মুজিবনগর থানায়, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, নারীনির্যাতনসহ ৬ টি মামলা রয়েছে।

আসামি সালাউদ্দীনের নামে ঝিনাইদহ সদর থানা, গাংনী থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ একাধিক অভিযোগে ৭ টি মামলা রয়েছে।

আঞ্চলিক সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মিনি ট্রাক যার নং কুষ্টিয়া ন-১১-০২৯৩), বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর ৬ টি মোবাইল ফোন, তিনটি রামদা, একটি গাছ কাটা করাত, নগদ ১০ হাজার টাকা, হাফ প্যান্ট, গামছা ও একটি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফ করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, গাংনী থানার গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে দেবিপুর-কল্যাণপুর মাঠে, ২৪ সেপ্টেম্বর দেবিপুর-করমদি মাঠে ও ১৩ অক্টোবর ছাতিয়ান-কামারখালি মাঠের মধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় পুলিশ অভিযান শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের তরিকুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাকি ৫ জন আসামিকে শনিবার দিনভর আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৫ গ্রাম হেরোইন সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মোনাখালী দক্ষিণ পাড়ার খেলার মাঠে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নির্দেশে, শনিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর থানার এসআই সুভাস কুমার রায়, এস আই বিপ্লব কুমার হালদার, এএস আই মোঃ আব্দুল আলিম এবং এএসআই শিহাব উদ্দিনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মৃত মোনাজাত আলীর ছেলে বুলবুল(৩৫) এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিদ্যাধরপুর গ্রামের কুঠিপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে সাইফুল ইসলামকে (২৩) ৫ গ্রাম হেরোইন সহ হাতেনাতে আটক করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে রবিবার তাদের নামে ৫/১১০ তাং১৬/১০/২২ধারা এবং ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।